আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

তারিখ ঃ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ / ০৯ পৌষ, ১৪১৬

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১১

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ।

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত প্রসংগে ।

উপরিউক্ত বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর প্রথম তফসিল এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল এর আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশনা সকল ব্যাংক-কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য । পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক বিবরণী উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তুত করছে না । এক্ষণে, সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত নির্দেশনার পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

উক্ত প্রথম তফসিল এর ফরম ও নির্দেশনায় উল্লেখিত ‘‘ব্যাংক কোম্পানী’’ এবং ‘‘ঋণ ও অগ্রিম’’ শব্দাবলী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যথাক্রমে ‘‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান’’ এবং ‘‘ঋণ, অগ্রিম ও লীজ’’ শব্দাবলীর দ্বারা প্রতিস্থাপন করে আর্থিক বিবরণী তৈরীর জন্য পরামর্শ দেয়া হলো । তাছাড়া, ফরমে উল্লেখিত যে সকল কার্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে নোটে উল্লেখ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো ।

উক্ত প্রথম তফসিল এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় আর্থিক বিবরণী প্রচার করাসহ কোম্পানীর ওয়েবসাইটে এ বিবরণী প্রকাশ করতে হবে ।

আপনাদের অবগতির জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল এর কপি এতদ্‌সঙ্গে সংযোজন করা হলো ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত

সংযুক্তি ঃ ১৪ (চৌদ্দ) পৃষ্ঠা ।

(মোঃ মাছুম পাটোয়ারী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৯৫৬

প্রথম তফসিল

(ধারা ৩৮)

স্থিতিপত্র ফরম

স্থিতিপত্র

............২০ ....তারিখ ভিত্তিক

	টীকা	বর্তমান বৎসর (টাকা)	পূর্ববর্তী বৎসর (টাকা)
সম্পত্তি ও সম্পদ			
নগদ তহবিলঃ *	০১		
ব্যাংক কোম্পানীর নিজের কাছে (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)			
বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইহার এজেন্ট ব্যাংকের সহিত স্থিতি (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)			
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ	০২		
বাংলাদেশে			
বাংলাদেশের বাহিরে			
স্বল্প সময়ের নোটিশে পরিশোধের আহ্বানযোগ্য অর্থ	০৩		
বিনিয়োগ	০৪		
সরকারী			
অন্যান্য			
ঋণ ও অগ্রিম	০৫		
ঋণ, নগদ ঋণ, ওভারড্রাফট ইত্যাদি			
বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল	০৬		
ভূমি, ইমারত, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামসহ স্থায়ী সম্পদ	০৭		
অন্যান্য সম্পদ	০৮		
অ-ব্যাংকিং সম্পদ	০৯		
মোট সম্পদঃ			
দায় ও মূলধন			
দায়সমূহঃ			
অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানীসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এজেন্ট হইতে গৃহীত কর্জ	১০		
আমানত ও অন্যান্য হিসাব	১১		
চলতি আমানত ও অন্যান্য হিসাব ইত্যাদি			
পরিশোধযোগ্য বিল			
সঞ্চয়ী ব্যাংক আমানত			
মেয়াদী আমানত			
বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট			
অন্যান্য আমানত			
অন্যান্য দায়	১২		
মোট দায়ঃ			
মূলধন/শেয়ারহোল্ডারগনের ইকুইটি			
পরিশোধিত মূলধন	১৩		
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি	১৪		
অন্যান্য সঞ্চিতি	১৫		
লাভ-ক্ষতি হিসাবে উদ্বৃত্ত	১৬		
মোট শেয়ারহোল্ডারগনের ইকুইটি **			
মোট দায় এবং শেয়ারহোল্ডারগনের ইকুইটিঃ			

* সংযুক্ত নগদ প্রবাহ বিবরণী দ্রষ্টব্য ।

** সংযুক্ত মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবরণী দ্রষ্টব্য ।

চলমান পাতা-২

স্থিতিপত্র বহির্ভূত দফাসমূহ

	টীকা	বর্তমান বৎসর (টাকা)	পূর্ববর্তী বৎসর (টাকা)
ঘটনা-সাপেক্ষ দায়সমূহঃ পরিগৃহীত ও পৃষ্ঠাঙ্কিত দায়সমূহ লেটার অব গ্যারান্টি অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র সংগ্রহের জন্য গৃহীত বিল অন্যান্য ঘটনা-সাপেক্ষ দায়	১৭		
মোটঃ			
অন্যান্য প্রতিশ্রুতিঃ ডকুমেন্টারী ক্রেডিট এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন ক্রীত অগ্রিম সম্পদ এবং স্থাপিত অগ্রিম আমানত অনঙ্কিত নোট ইস্যু এবং ঘূর্ণায়মান আন্ডাররাইটিং সুবিধাসমূহ অনঙ্কিত আনুষ্ঠানিক চলতি সুবিধাদি, ঋণ সুবিধা এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতিসমূহ			
মোটঃ			
ঘটনা-সাপেক্ষ দায়সহ মোট স্থিতিপত্র বহির্ভূত দফাসমূহঃ			

চলমান পাতা-৩

প্রথম তফসিল

(ধারা ৩৮)

লাভ-ক্ষতি হিসাবের ফরম

............২০ ....তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাব

	টীকা	বর্তমান বৎসর (টাকা)	পূর্ববর্তী বৎসর (টাকা)
সুদ আয় আমানত ও কর্জ ইত্যাদির উপর পরিশোধিত সুদ	১৯ ২০		
নীট সুদ আয় বিনিয়োগ হইতে আয় কমিশন, বিনিময় ও দালালী অন্যান্য পরিচালন আয়	 ২১ ২২ ২৩		
মোট পরিচালন আয়			
বেতন ও ভাতাদি ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খরচ আইনগত কার্যক্রম বাবদ খরচ ডাকটিকেট, ষ্ট্যাম্প, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি বাবদ খরচ মনিহারী, মুদ্রন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রধান নির্বাহীর বেতনসহ অন্যান্য ফি পরিচালকদের ফি নিরীক্ষকের ফি ঋণ-ক্ষতিজনিত খরচ ব্যাংক কোম্পানীর সম্পত্তির মেরামত ও মূল্য হ্রাসজনিত খরচ অন্যান্য খরচ	২৪		
মোট পরিচালন ব্যয়			
সংস্থান-পূর্ব মুনাফা/ক্ষতি ঋণের জন্য সংস্থান বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থান অন্যান্য সংস্থান	 ২৫ ২৬ ২৭		
মোট সংস্থান			
মোট কর-পূর্ব মুনাফা/ক্ষতি			
করের জন্য সংস্থান **মোট কর-পরবর্তী মুনাফা** **বন্টনঃ** বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি লভ্যাংশ ইত্যাদি	২৮		
উদ্বৃত্ত			
সাধারন শেয়ার প্রতি আয়			

নগদ প্রবাহ বিবরণী

.... ২০ .... তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

	বর্তমান বৎসর (টাকা)	পূর্ববর্তী বৎসর (টাকা)
পরিচালন কার্যক্রম হইতে নগদ প্রবাহ নগদে প্রাপ্ত সুদ নগদে পরিশোধিত সুদ নগদে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নগদে প্রাপ্ত ফি ও কমিশন পূর্বে অবলোপিত ঋণ আদায় বাবদ প্রাপ্ত নগদ কর্মচারীগণকে পরিশোধিত নগদ সরবরাহকারীগণকে পরিশোধিত নগদ আয়কর বাবদ পরিশোধিত নগদ অন্যান্য পরিচালন কার্যক্রম (দফাওয়ারী) হইতে প্রাপ্ত নগদ অন্যান্য পরিচালন খাতে (দফাওয়ারী) পরিশোধিত নগদ		
পরিচালন সম্পদ ও দায়ের পরিবর্তন-পূর্ব নগদ প্রবাহ		
পরিচালন সম্পদ ও দায়ের পরিবর্তন বিধিবদ্ধ জমার বৃদ্ধি/হ্রাস ট্রেডিং সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়জনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস গ্রাহকদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস অন্যান্য সম্পদের (দফাওয়ারী) পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস অন্যান্য ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত আমানতের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস গ্রাহকদের আমানতের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস গ্রাহকদের হিসাবে প্রদত্ত অন্যান্য দায়ের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস ট্রেডিং দায়ের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস অন্যান্য দায়ের পরিবর্তনজনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস		
পরিচালন কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত নীট নগদ		
বিনিয়োগ কার্যক্রমজনিত নগদ প্রবাহ সিকিউরিটি বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত নগদ সিকিউরিটি ক্রয় বাবদ পরিশোধিত নগদ সম্পদ, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়জনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস সাবসিডিয়ারী ক্রয়-বিক্রয়জনিত নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস		
বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত নীট নগদ		
অর্থায়ন কার্যক্রম হইতে নগদ প্রাপ্তি কর্জ ও ডেট সিকিউরিটি ইস্যু বাবদ প্রাপ্ত নগদ কর্জ পরিশোধ ও ডেট সিকিউরিটি অবমুক্তকরণ বাবদ পরিশোধিত নগদ সাধারণ শেয়ার ইস্যু বাবদ প্রাপ্ত নগদ নগদে লভ্যাংশ প্রদান **অর্থায়ন কার্যক্রম হইতে নীট নগদ প্রাপ্তি** **নগদ নীট বৃদ্ধি/হ্রাস** নগদ ও সমতুল-নগদের উপর বিনিময় হারের পরিবর্তনজনিত প্রভাব *		
প্রারম্ভিক নগদ ও সমতুল-নগদ		
বৎসরের শেষে নগদ ও সমতুল-নগদ		

*নগদ ও সমতুল-নগদে মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তনজনিত প্রভাবের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তসহ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত রক্ষিত স্থিতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকের সহিত স্থিতি, সরকারী সিকিউরিটি ও অন্যান্য ব্যাংকে জমার সমন্বয়ে সমতুল-নগদ গঠিত হইবে।

চলমান পাতা-৫

মূলধন পরিবর্তন সংক্রান্ড় বিবরণী

.......২০........... তারিখে সমাপ্ত বৎসরে

	পরিশোধিত মূলধন	বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি	অন্যান্য সঞ্চিতি	লাভ-ক্ষতি	মোট টাকা
০১ জানুয়ারী ২০...... তারিখে স্থিতি হিসাব নীতির পরিবর্তন রীষ্টেটেড ব্যালেন্স					
সম্পদ পুনঃমূল্যায়নজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি বিনিয়োগ পুনঃমূল্যায়নজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি মুদ্রামান পরিবর্তনজনিত হ্রাস/বৃদ্ধি					
আয় বিবরণীতে বিবৃত হয় নাই এইরূপ প্রাপ্তি এবং ক্ষতি আলোচ্য সময়ে নীট লাভ লভ্যাংশ শেয়ার মূলধন ইস্যু					
৩১ ডিসেম্বর ২০..... তারিখে স্থিতি					

তারল্য সংক্রান্ড় বিবরণী

(সম্পদ ও দায়ের ম্যাচুরিটি বিশ্লেষন)

.... ২০ .... তারিখ ভিত্তিক

	অনধিক ০১ মাস মেয়াদী	১-৩ মাস মেয়াদী	৩-১২ মাস মেয়াদী	১-৫ বৎসর মেয়াদী	৫ বৎসরের উর্ধ্বে	**মোট**
সম্পদঃ নগদ তহবিল অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ স্বল্প সময়ের নোটিশে পরিশোধের আহবানযোগ্য অর্থ বিনিয়োগ ঋণ ও অগ্রিম ভূমি, ইমারত, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামসহ স্থায়ী সম্পদ অন্যান্য সম্পদ অ-ব্যাংকিং সম্পদ						
মোট সম্পদ						
দায়সমূহঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এজেন্ট এর নিকট হইতে গৃহীত কর্জ আমানত অন্যান্য হিসাব সংস্থান ও অন্যান্য দায়						
মোট দায়						
নীট তারল্য ব্যবধান						

চলমান পাতা-৬

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা

ক) স্থিতিপত্র-দফাসমূহের টীকা প্রদানের নির্দেশনা

০১। নগদ তহবিলঃ

ক) ব্যাংক কোম্পানীর নিজের কাছে রক্ষিত নগদ স্থিতি 'নগদ তহবিল' শিরোনামে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইহার এজেন্ট ব্যাংকের সহিত রক্ষিত স্থিতি স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় পৃথক ভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত বিধিবদ্ধ জমা পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

০২। অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থঃ

ক) অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাহিরে এই দুই শ্রেণীতে পৃথকীকৃত হইবে এবং উহা চলতি হিসাবে বা অন্য কোন আমানত হিসাবে রক্ষিত তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। বিদেশী মুদ্রায় গচ্ছিত অর্থের ক্ষেত্রে মুদ্রা-ভিত্তিক পরিমান ও বিনিময় হার উল্লেখ করিতে হইবে।

খ) অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত স্থিতি অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

০৩। স্বল্প সময়ের নোটিশে পরিশোধের আহ্বানযোগ্য অর্থঃ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী স্থিতি ভিন্নভাবে দেখাইতে হইবে।

০৪। বিনিয়োগঃ

ক) বিনিয়োগ নিম্নলিখিত খাতে প্রদর্শিত হইবে ঃ

সরকারী ঋণপত্র (সিকিউরিটি)

(১) ট্রেজারী বিল;
(২) জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড;
(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক বিল;
(৪) সরকারী নোটস্/বন্ড;
(৫) প্রাইজবন্ড;
(৬) অন্যান্য।

পুনঃক্রয় চুক্তির আওতায় বন্ধকীকৃত সিকিউরিটির পরিমান পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

অন্যান্য বিনিয়োগ

(১) শেয়ার-অগ্রাধিকারমূলক, সাধারণ, বিলম্বিত ও অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ার এবং পৃথকভাবে প্রদর্শিত সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধিত শেয়ারে বিনিয়োগ ;
(২) ডিবেঞ্চার ও বন্ড;
(৩) অন্যান্য বিনিয়োগ;
(৪) স্বর্ণ ইত্যাদি।

খ) শেয়ার ও সিকিউরিটিতে সকল বিনিয়োগ (ডিলিং এবং বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রে) বৎসর শেষে পুনঃমূল্যায়ণ করিতে হইবে। প্রদর্শিত শেয়ারের মূল্য ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহে নির্ধারিত বাজার মূল্যে এবং অপ্রদর্শিত শেয়ারের মূল্য সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে উল্লেখিত বুক ভ্যালু মোতাবেক নির্ণয়/নির্ধারণ করিতে হবে। বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান রাখিতে হইবে। চলতি ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ পৃথক করিয়া অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং মোতাবেক বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

০৫। ঋণ ও অগ্রিমঃ

ক) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিম প্রদর্শন করিতে হইবেঃ

চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য
অনধিক ৩ মাস
৩ মাসের অধিক কিন্তু অনধিক ১ বৎসর
১ বৎসরের অধিক কিন্তু অনধিক ৫ বৎসর
৫ বৎসরের অধিক।

খ) ঋণ ও অগ্রিম এর দফাসমূহ যথাঃ ঋণ, নগদ ঋণ, ওভারড্রাফট (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাহিরে এই দুই শিরোনামে পৃথক করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

গ) ঋণ ও অগ্রিমের যে কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীভূত অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে, যেমন:-

(১) পরিচালকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম;
(২) প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য উর্দ্ধতন নির্বাহীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম;

চলমান পাতা-৭

(৩) গ্রাহকদের গ্রুপ-ভিত্তিক প্রদত্ত অগ্রিম (ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫% এর অধিক প্রদত্ত ঋণসুবিধাসমূহের মোট গ্রাহক সংখ্যা ও বকেয়া এবং ইহার মধ্যে বিরূপভাবে শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ও তাহা আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি উল্লেখ করিতে হইবে);
(৪) শিল্প-ভিত্তিক;
(৫) ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক ।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিমকে অশ্রেণীকৃত (নিয়মিত), নিম্নমান, সন্দেহজনক ও ক্ষতিজনক শ্রেণীতে প্রদর্শন করিতে হইবে ।

ঙ) ঋণ ও অগ্রিম নিম্নলিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বিন্যাস করিতে হইবেঃ
(১) ভাল বলিয়া বিবেচিত ঋণ যাহার ব্যাপারে ব্যাংক কোম্পানী পুরোপুরি নিরাপদ;
(২) ভাল বলিয়া বিবেচিত ঋণ যাহার বিপরীতে ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিন ছাড়া অন্য কোন জামানত নাই;
(৩) ভাল বলিয়া বিবেচিত ঋণ যাহা ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিন ছাড়াও এক বা একাধিক গ্রাহকের ব্যক্তিগত দায় দ্বারা নিরাপদ;
(৪) এমন শ্রেণীকৃত ঋণ যাহার জন্য সংস্থান রাখা হয় নাই;
(৫) ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক অথবা কর্মকর্তাগন কর্তৃক অথবা যে কাহারো দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে পৃথকভাবে অথবা যৌথভাবে গৃহীত কর্জ;
(৬) কোন কোম্পানী অথবা ফার্ম যাহাতে ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপনা এজেন্ট হিসাবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য হিসাবে স্বার্থ জড়িত, তাহাদের ঋণ;
(৭) সংশ্লিষ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তাগণকে অথবা অন্য কাহারো সঙ্গে পৃথক বা যৌথভাবে তাহাদের যে কাহাকেও প্রদত্ত সাময়িক অগ্রিমসহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ অগ্রিমের পরিমান;
(৮) সংশ্লিষ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে যে সকল কোম্পানী অথবা ফার্ম, যাহাতে ব্যাংক কোম্পানীর কোন পরিচালকের অংশীদার, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসাবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সাময়িক অগ্রিমসহ প্রদত্ত সর্বোচ্চ অগ্রিমের পরিমান;
(৯) বিভিন্ন ব্যাংক কোম্পানী হইতে প্রাপ্য অর্থ;
(১০) সুদ/লাভ আরোপিত হয় নাই এইরূপ শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করিতে হইবেঃ
(ক) সংস্থানের হ্রাস/বৃদ্ধি, অবলোপনকৃত ঋণের পরিমান এবং ইতোপূর্বে অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত ঋণের পরিমান;
(খ) স্থিতিপত্র প্রণয়নের তারিখে মন্দ/ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের পরিমান;
(গ) স্থগিত হিসাবে আরোপযোগ্য সুদের পরিমান;
(১১) অবলোপিত ঋণের ক্রমপুঞ্জীভূত এবং চলতি বৎসরে অবলোপিত ঋণের পরিমান পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে । অবলোপিত ঋণ যাহা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হইয়াছে তাহার পরিমানও উল্লেখ করিতে হইবে ।

০৬। **বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিলঃ**

(ক) বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিলে সরকারী ট্রেজারী বিল অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এই সকল বিল (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয় শিরোনামে পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।
(খ) বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবেঃ
অনধিক ১ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০১ মাসের বেশী তবে ০৩ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০৩ মাসের বেশী তবে ০৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০৬ মাসের সমান বা তাহার বেশী সময়ে প্রদেয় ।

০৭। **ভূমি, ইমারত, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামসহ স্থায়ী সম্পদঃ**

(ক) কোন অঙ্গন আংশিক বা পূর্ণত ব্যাংক কোম্পানীর কর্তৃক ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হইলে "অঙ্গনসহ স্থায়ী সম্পদ(পুঞ্জীভূত অবচয় বাদে)" শিরোনামে তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে । স্থায়ী মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল খরচ এবং তাহার সহিত বৎসরের যে কোন সময় যুক্ত বা তাহা হইতে বাদকৃত খরচসহ মোট অবলোপিত অবচয় অথবা মূলধন হ্রাস বা সম্পদ পুনঃমূল্যায়নের উপর যে ক্ষেত্রে কোন অর্থ অবলোপিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে । মূল্যহ্রাস বা পুনঃমূল্যায়ন পরবর্তী প্রথম স্থিতিপত্রসহ পরবর্তী প্রতিটি স্থিতিপত্রে তারিখ ও হ্রাসকৃত অর্থের পরিমানসহ হ্রাসকৃত স্থিতি প্রদর্শন করিতে হইবে । আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ যাহার মেয়াদ পূর্ণ এবং অবলোপিত হইয়া গিয়াছে স্থিতিপত্রে তাহা প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই; তবে ব্যবহার-মূল্য রহিয়াছে এমন অবলোপিত সম্পদের বাজারমূল্য টীকায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্পত্তি মূল্যায়নের ভিত্তি ও অবচয় সম্পর্কিত ফলাফলের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হইবে ।
(খ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে বা ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত নহে এমন সম্পদের/আংশিক ব্যবহৃত সম্পদের অবশিষ্ট অংশের বিবরণী এবং এইরূপ সম্পদ হইতে উদ্ভূত আয়ের খাতওয়ারী পরিমান উল্লেখ করিতে হইবে।

চলমান পাতা-৮

৮। **অন্যান্য সম্পদঃ**

(ক) অন্যান্য সম্পদ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে দেখাইতে হইবেঃ
(১) সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ (বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে);
(২) মওজুদ মনিহারী, ষ্ট্যাম্প ও মুদ্রন সামগ্রী ইত্যাদি;
(৩) অগ্রিম ভাড়া ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি;
(৪) বিনিয়োগের উপর ধার্যকৃত সুদ, যাহা সংগৃহীত হয় নাই এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের কমিশন, দালালী ও অন্যান্য প্রাপ্য আয়;
(৫) সিকিউরিটি ডিপোজিট;
(৬) প্রাথমিক ব্যয়, গাঠনিক ও সাংগঠনিক ব্যয়, নবীকরণ ও উন্নয়ন খরচ এবং অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয়;
(৭) শাখা সমন্বয়;
(৮) স্থগিত হিসাব;
(৯) রৌপ্য;
(১০) অন্যান্য ।
(খ) অন্যান্য সম্পদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রেণীকরণ করিয়া দেখাইতে হইবে ।
(গ) অন্যান্য সম্পদের মধ্যে আয় উপার্জনে অক্ষম সম্পদকে পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবে ।

০৯। **অ-ব্যাংকিং সম্পদঃ**

দাবী/প্রাপ্য পরিশোধের সূত্রে অর্জিত সম্পদ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং ইহার ধারণকাল পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবে । প্রদর্শিত মূল্য বাজার মূল্যের অধিক হইবে না । অ-ব্যাংকিং সম্পদসমূহের মধ্যে আয় উপার্জনে অক্ষম সম্পদকে পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবে ।

১০। **অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানীসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এজেন্ট হইতে গৃহীত কর্জঃ**

ইহা নিম্নোক্তভাবে পৃথক করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ

(ক) (১) বাংলাদেশে ও (২) বাংলাদেশের বাহিরে;
(খ) (১) জামানতযুক্ত (জামানতের প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক) ও (২) জামানতবিহীন কর্জ;
(গ) (১) চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য ও (২) অন্যান্য (মেয়াদ অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির তারিখ এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সময় ভিত্তিক) ।

১১। **আমানত ও অন্যান্য হিসাবঃ**

আমানতসমূহের অন্যান্য আমানত ও ব্যাংক বহির্ভূত আমানত পৃথকভাবে প্রদর্শন করিয়া নিম্নোক্তভাবে অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিতে হইবেঃ
চাহিবামাত্র পরিশোধ্য
০১ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০১ মাসের বেশী তবে ০৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০৬ মাসের বেশী তবে ১ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়
০১ বৎসরের বেশী তবে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রদেয়
০৫ বৎসরের বেশী তবে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রদেয় ।
ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত ১০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব সময় যাবত অদাবীকৃত আমানত পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

১২। **অন্যান্য দায়ঃ**

এই শিরোনামে ঋণের জন্য সংস্থান ও স্থগিত সুদ হিসাবে পুঞ্জীভূত স্থিতি, মন্দ বিনিয়োগজনিত সংস্থান, অন্যান্য সংস্থান, পেনশন ও বীমা তহবিল, অদাবীকৃত লভ্যাংশ, প্রদত্ত অগ্রিম এবং অনুদঘাটিত বাট্টা, সহায়ক কোম্পানীতে দায়, আয়কর সংস্থান এবং অন্যান্য দায় ইত্যাদি দফাসমূহ অন্তর্ভূক্ত হইবে ।

(ক) ঋণের জন্য সংস্থানঃ

বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত বিশেষ সংস্থান ও অশ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত সাধারণ সংস্থান সমন্বয়ে ঋণের জন্য সংস্থান গঠিত হইবে ।

চলমান পাতা-৯

১) শ্রেণীকৃত ঋণের জন্য বিশেষ সংস্থানের গতিধারা নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ

বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক স্থিতি	
পূর্ণ সংস্থানকৃত অবলোপিত ঋণ (-)	
পূর্বে অবলোপিত ঋণ হইতে আদায় (+)	
চলতি বৎসরের জন্য রক্ষিত বিশেষ সংস্থান (+)	
আদায় এবং আর প্রয়োজন নাই এমন সংস্থান (-)	
লাভ-ক্ষতি হিসাবে নীট চার্জ (+)	
বৎসরান্তে রক্ষিত সংস্থানঃ	

২) অশ্রেণীকৃত ঋণের জন্য রক্ষিত সাধারণ সঞ্চিতির হ্রাস-বৃদ্ধি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ।

(খ) স্থগিত সুদ হিসাবঃ

স্থগিত সুদ হিসাব নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রদর্শন করিতে হইবে ঃ

বিবরণ	টাকা
বৎসরের প্রারম্ভিক স্থিতি	
সংশ্লিষ্ট বৎসরে "স্থগিত সুদ" হিসাবে স্থানান্তরিত/আকলনকৃত সুদের পরিমান (+)	
সংশ্লিষ্ট বৎসরে আদায়কৃত স্থগিত সুদের পরিমান (-)	
সংশ্লিষ্ট বৎসরে অবলোপিত স্থগিত সুদের পরিমান (-)	
বৎসর শেষে স্থিতি	

দ্রষ্টব্যঃ স্থগিত সুদ বলিতে শ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিমের উপর আরোপিত অনাদায়ী সুদ বুঝাইবে ।

১৩। **পরিশোধিত মূলধনঃ**

১) মূলধনের টীকায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবৃত হইবেঃ

ক) বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধন, যদি থাকে, পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে । নগদ পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিশোধিতরূপে ইস্যুকৃত শেয়ার থাকিলে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।

খ) অভিন্ন হইলে বিলিকৃত, প্রতিশ্রুত ও আহবানকৃত মূলধনের পরিমান একই দফা হিসাবে প্রদর্শন করা যাইতে পারে । যেমনঃ বিলিকৃত ও প্রতিশ্রুত মূলধন ....টি শেয়ার, প্রতিটি ...... টাকা হিসাবে পরিশোধিত ।

গ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত ব্যাংক কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৩(৩)নং ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত রক্ষিত সম্পদ মূলধন হিসাবে প্রদর্শিত হইবে।

২) বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা সম্পর্কিত নির্দেশনা মোতাবেক স্থায়ী মূলধন ও সম্পূরক মূলধন বিভাজনপূর্বক মূলধন উদ্বৃত্ত/ঘাটতি টীকায় উল্লেখ করিতে হইবে ।

১৪। **বিধিবদ্ধ সঞ্চিতিঃ**

(ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৪ ধারা মোতাবেক)
গতিধারা পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ।

১৫। **অন্যান্য সঞ্চিতিঃ**

(ক) প্রতিটি সঞ্চিতি হিসাবের গতিধারা পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইবে ।
(খ) যে কোন ধরনের মূলধন সঞ্চিতি ও পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে ।

১৬। **লাভ-ক্ষতি হিসাবে উদ্বৃত্তঃ**

হ্রাস-বৃদ্ধি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ।

১৭। **ঘটনা-সাপেক্ষ দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহঃ**

(ক) ইহা নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হইবেঃ
ব্যাংক কোম্পানীর নিকট উত্থাপিত দাবীসমূহ যাহা ঋণ হিসাবে স্বীকৃত নহে;
নিম্নোক্তদের অনুকূলে গ্যারান্টি প্রদানের প্রেক্ষিতে ব্যাংক যে অর্থের জন্য ঘটনা-সাপেক্ষে দায়বদ্ধঃ-

- পরিচালকবৃন্দ
- সরকার
- ব্যাংক এবং অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান
- অন্যান্য ।

চলমান পাতা-১০

(খ) প্রতিশ্রুতিসমূহ নিম্নোক্তভাবে পৃথকীকরণ করিতে হইবেঃ
(১) ডকুমেন্টারী ক্রেডিট ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন;
(২) ফরোয়ার্ড অ্যাসেট পারচেজ এবং ফরোয়ার্ড ডিপোজিট;
(৩) অনঙ্কিত আনুষ্ঠানিক চলতি সুবিধাদি, ঋণসুবিধা ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতিসমূহঃ
১ বৎসরের নিম্নে
১ বৎসর বা তদূর্ধ্ব;
(৪) স্পট এবং ফরওয়ার্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট কন্ট্রাক্ট;
(৫) অন্যান্য এক্সচেঞ্জ কন্ট্রাক্ট ।

দ্রষ্টব্যঃ বহিতে প্রদর্শিত হয় নাই এইরূপ অপ্রদর্শিত দায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং উক্ত দায় এর বিপরীতে রক্ষিত সংস্থান টীকার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে ।

১৮। **লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন দফা সংক্রান্ত টীকা প্রদানের নির্দেশনাঃ**

লাভ-ক্ষতি হিসাবে নিম্নোক্তভাবে আয় ও ব্যয়ের দফাসমূহ প্রকাশ করিতে হইবেঃ
আয়ঃ
সুদ, বাট্টা ও অনুরূপ আয়
লভ্যাংশ আয়
ফি, কমিশন ও দালালী বাবদ আয়
প্রাপ্তি *বাদ* সিকিউরিটিজ পরিচালনা হইতে ক্ষতি
প্রাপ্তি *বাদ* সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ হইতে ক্ষতি
প্রাপ্তি *বাদ* বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা হইতে ক্ষতি
ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত নহে এইরূপ সম্পদ হইতে প্রাপ্ত আয়
অন্যান্য পরিচালন আয়
সুদহার পরিবর্তনজনিত লাভ *বাদ* ক্ষতি ।

ব্যয়ঃ
আমানত, ফি, কমিশন ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যয়
ঋণ ক্ষতিজনিত খরচ
প্রশাসনিক ব্যয়
অন্যান্য পরিচালন ব্যয়
ব্যাংক কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য হ্রাসজনিত খরচ ।

১৯। **সুদ আয়ঃ**

সুদ আয়ের প্রধান উৎসসমূহ যেমনঃ- গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ ও অগ্রিম হইতে, অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গচ্ছিত অর্থ হইতে, অন্যান্য বিদেশী ব্যাংকের সহিত রক্ষিত হিসাব হইতে প্রভৃতি প্রকাশ করিতে হইবে ।

২০। **আমানত ও কর্জ ইত্যাদির উপর পরিশোধিত সুদঃ**

আমানতের উপর প্রদত্ত সুদ, কর্জের উপর প্রদত্ত সুদ এবং বিদেশী ব্যাংক হিসাবে প্রদত্ত সুদ ইত্যাদি শিরোনামে সুদ ব্যয় প্রদর্শন করিতে হইবে ।

২১। **বিনিয়োগ হইতে আয়ঃ**

বিল, ট্রেজারী বিল, নোটস্, বন্ড, শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির উপর অর্জিত সুদ/মুনাফা এই শিরোনামে প্রদর্শিত হইবে ।

২২। **কমিশন, বিনিময় ও দালালীঃ**

কমিশন, বিনিময় ও দালালী পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে ।

২৩। **অন্যান্য পরিচালন আয়ঃ**

অন্যান্য পরিচালন আয় দফাওয়ারী প্রদর্শন করিতে হইবে ।

২৪। **পরিচালকের ফিঃ**
ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ
(ক) পরিচালনা পর্ষদ সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রদত্ত মোট ফি (ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ফি'র হার উল্লেখ করিতে হইবে);
(খ) অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি [ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৮(১) ধারা মোতাবেক পরিচালকগণকে ফি ব্যতীত প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি]।

চলমান পাতা-১১

২৫। **ঋণের জন্য সংস্থানঃ**

ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট হিসাব বৎসরে রক্ষিত সংস্থান;

(খ) অশ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে সংস্থান ।

২৬। **বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থানঃ**

নিম্নোক্ত বিভাজন অনুযায়ী বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসজনিত সংস্থান দেখাইতে হইবেঃ

(ক) ডিলিং সিকিউরিটি
- কোটেড
- আনকোটেড;

(খ) ইনভেষ্টমেন্ট সিকিউরিটি
- কোটেড
- আনকোটেড ।

২৭। **অন্যান্য সংস্থানঃ**

শ্রেণীকৃত অন্যান্য সম্পদ প্রভৃতির জন্য রক্ষিত সংস্থানের বিবরণ দিতে হইবে ।

২৮। **বন্টনঃ**

বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে মুনাফার বন্টন প্রচলিত রীতি অনুসরণপূর্বক বিভাজনসহ প্রদর্শন করিতে হইবে ।

চলমান পাতা-১২

খ) সাধারণ নির্দেশনাঃ

১। আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত এই নির্দেশনা বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক-কোম্পানী ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে । সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতি হিসাব, নগদ প্রবাহ বিবরণী, মূলধন পরিবর্তনের বিবরণী, তারল্য সংক্রান্ত বিবরণী ও ব্যাখ্যামূলক নোট সমন্বয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে ।

২। আর্থিক বিবরণীতে হিসাব সংশ্লিষ্ট নীতি ও পদ্ধতির সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন/বিবৃত করিতে হইবে । হিসাব নীতিমালার সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রদর্শন আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে । নীতিমালা সাধারণত এক স্থানে বিবৃত হইবে । নীতিমালায় একাউন্টিং কনভেনশন, একাউন্টিং ভিত্তি এবং বিভিন্ন আয় ও ব্যয় চিহ্নিত করিবার নীতিমালা, বিনিয়োগ ও সিকিউরিটির মূল্যায়ন, স্থিতিপত্রভূক্ত এবং স্থিতিপত্র বহির্ভূত দফাসমূহ পৃথকীকরণ, সন্দেহজনক ও কু-ঋণ, মূলধন, বৈদেশিক মুদ্রা, দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে হইবে । সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট খরচ সম্পর্কিত দফাসমূহ চিহ্নিত করিবার ভিত্তি এবং উক্ত খরচসমূহের হিসাবায়ন পদ্ধতি প্রকাশ করিতে হইবে ।

৩। স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতি হিসাব, নগদ প্রবাহ বিবরণী, তারল্য সংক্রান্ত বিবরণী ও মূলধন পরিবর্তন বিবরণীর অন্তর্ভূক্ত দফাসমূহ সম্পর্কে বিষদ ব্যাখ্যা থাকিবে, যাহাতে এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীগণের স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য যথেষ্ট তথ্যের প্রকাশ ঘটে । তারল্য সংক্রান্ত বিবরণী অবশিষ্ট ম্যাচুরিটি গ্রুপিং অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে ।

৪। স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত কোন দায় ও সম্পদের মূল্য অন্য কোন দায় বা সম্পদ বিয়োজনের মাধ্যমে অফ-সেট করা যাইবে না, যদি না ইহার পর্যাপ্ত আইনগত ভিত্তি থাকে।

৫। ডিলিং সিকিউরিটি এবং বাজারজাতকরণযোগ্য ইনভেষ্টমেন্ট সিকিউরিটি এর বাজারমূল্য আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত মূল্য অপেক্ষা ভিন্ন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে ।

৬। নিম্নমান, সন্দেহজনক ও ক্ষতিজনক শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণের উপর অনাদায়ী সুদ আয়ের অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না; তবে এই অংক টীকায় প্রকাশ করিতে হইবে ।

৭। আর্থিক বিবরণীতে আনুষঙ্গিক দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে । আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত নিম্নোক্ত ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে হইবেঃ

(ক) ব্যাংকের নিজস্ব এখতিয়ারে প্রত্যাহারযোগ্য নহে এমন ঋণের প্রতিশ্রুতিসমূহ, যাহা প্রত্যাহৃত হইলে ব্যাংকের বড় ধরনের ক্ষতি অথবা ব্যয় নির্বাহের ঝুঁকি থাকে ।

(খ) স্থিতিপত্র বহির্ভূত নিম্নোক্ত আনুষঙ্গিক দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রকৃতি ও পরিমান উল্লেখ করিতে হইবেঃ

(১) ঋণ ও সিকিউরিটির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রত্যক্ষ ঋণ-পরিপূরকসহ ঋণের বিপরীতে সাধারণ গ্যারান্টি, ব্যাংকের স্বীকৃতি এবং স্ট্যান্ডবাই লেটার অব ক্রেডিট;

(২) নির্ধারিত কতিপয় লেনদেনের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক দায় সম্পর্কিত লেনদেন, যেমনঃ পারফরমেন্স বন্ড, বিড বন্ড, ওয়ারেন্টি এবং স্ট্যান্ডবাই লেটার অব ক্রেডিট;

(৩) পণ্য চলাচল হইতে উদ্ভূত স্বল্প-মেয়াদী স্ব-নগদায়নযোগ্য আনুষঙ্গিক দায়, যেমনঃ ডকুমেন্টারী ক্রেডিট যেক্ষেত্রে পণ্যের চালান জামানত হিসাবে ব্যবহৃত হয়;

(৪) স্থিতিপত্রের অন্তর্ভূক্ত নহে এমন বিক্রয় ও পুনঃক্রয় চুক্তি;

(৫) সুদ ও বিনিময় হার সম্পর্কিত লেনদেন, যেমনঃ সোয়াপ, অপশন, ফিউচার ইত্যাদি;

(৬) অন্যান্য অঙ্গীকারসমূহ, যেমনঃ নোট ইস্যু সম্পর্কিত সুবিধাদি এবং ঘূর্ণায়মান আন্ডাররাইটিং সুবিধাসমূহ।

৮। (ক) দায়, সম্পদ অথবা স্থিতিপত্র-বহির্ভূত কোন দফা কেন্দ্রীভূত হইলে কিংবা ব্যাংকের কার্যক্রমকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এমন বিষয়সমূহ প্রাসঙ্গিক দফার টীকায় প্রদর্শন করিতে হইবে । ভৌগলিক এলাক, গ্রাহক বা শিল্প গোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে হইবে ।

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির নীট পরিমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে ।

৯। মোট নিরাপদ দায় এবং জামানত হিসাবে প্লেজে রক্ষিত সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমান টীকা মারফত প্রদর্শন করিতে হইবে ।

১০। লাভ-ক্ষতি হিসাবে যে সকল ব্যাংকের সাধারণ শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় আইএএস-৩৩ মোতাবেক সেই সকল ব্যাংকের সাধারণ শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস), মুনাফা বা ক্ষতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রদর্শন করিতে হইবে ।

১১। (ক) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক এবং উহার সম্পর্কিত পক্ষসমূহের (Related parties) মধ্যে সৃষ্ট সম্পর্ক ও সংঘটিত লেনদেনের বিষয়সমূহ আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখ করিতে হইবে । সম্পর্কিত পক্ষগুলোর মধ্যে লেনদেন তখনই গড়িয়া উঠে যখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একপক্ষ অন্যপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অথবা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিবার ক্ষমতা লাভ করে । পক্ষগুলো এইভাবেও সম্পর্কিত হইতে পারে যদি তাহারা একই নিয়ন্ত্রণ অথবা সাধারণ প্রভাবের অধীনস্হ হয় । এইক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল পারস্পরিক সম্পর্ক; স্বীকৃত রীতি নয় । পক্ষগুলোর মধ্যে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্ক না থাকিলেও তাহারা সম্পর্কিত হইতে পারে, যতক্ষন পর্যন্ত কোন এক পক্ষের উপর অন্য পক্ষের

চলমান পাতা-১৩

তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান থাকে । পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব, নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, প্রত্যক্ষ আন্তঃকোম্পানী লেনদেন, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্তঃপরিবর্তন ও কারিগরি তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভাব অর্জন করা যাইতে পারে । একটি ব্যাংক তাহার সম্পর্কিত পক্ষকে বড় অংকের ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করিতে পারে বা কম সুদ হার ধার্য করিতে পারে, যাহা সমজাতীয় সম্পর্কিত নহে এমন পক্ষের ক্ষেত্রে সাধারণত করিয়া থাকে না । ফলে সম্পর্কিত পক্ষের লেনদেন সাধারণ ব্যাংক ব্যবসা হইতে উদ্ভূত হইলেও স্বচ্ছতার জন্য এই ধরণের লেনদেনের তথ্যের প্রকাশ করা আবশ্যক । মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মীয়-স্বজন ও অধিক সংখ্যক শেয়ারের ধারকগণ ব্যাংকের কার্যকলাপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন । পরিচালকের স্ত্রী/স্বামী, পিতা ও মাতা, পুত্র ও কন্যা, ভাই ও বোন এবং পরিচালকের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে সম্পর্কিত পক্ষের অন্তর্ভূক্ত হইবেন ।

(খ) আর্থিক বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী প্রকাশ করিতে হইবেঃ

(১) ব্যাংকের সকল পরিচালক এবং তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তালিকা;
(২) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরে বা বৎসর শেষে ব্যাংক, উহার অধিগ্রহণকৃত কোম্পানী কিংবা অধিগ্রহণকৃত কোম্পানীর অধীনে সৃষ্ট কোম্পানী, যেখানে পরিচালকের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে, কর্তৃক সম্পাদিত সকল গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি;
(৩) বিনা প্রতিদানে পরিচালক বা নির্বাহী কর্মকর্তাকে যে শেয়ার প্রদান করা হয় অথবা বাট্টাকৃত হারে যে নিয়ন্ত্রিত শেয়ার দেওয়া হয় তাহার বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে;
(৪) সম্পর্কিত পক্ষের সহিত ব্যাংকের সম্পর্কের ধরণ, তাহাদের সাথে সংঘটিত লেনদেন এবং লেনদেনের বিষয়াদি;
(৫) সম্পর্কিত পক্ষের ঋণ প্রদানের নীতিমালা এবং অর্থমূল্যে লেনদেনের পরিমান নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করিতে হইবেঃ
(অ) বৎসরের প্রারম্ভে এবং বৎসর শেষে বকেয়া ঋণের পরিমাণ, আমানতের পরিমান এবং নিশ্চয়তাপত্র এবং প্রতিশ্রুতিসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরে লেনদেনজনিত পরিবর্তনসমূহ,
(আ) আমানত, ব্যয় এবং কমিশনের মুখ্য খাতসমূহ,
(ই) ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে প্রভিশন,
(ঈ) স্থিতিপত্র-বহির্ভূত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিসমূহ;
(৬) ব্যাংকের পরিচালক ও তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত যে সকল লেনদেন হইয়াছে সেই সকল লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্ট নিয়মিত ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ, রক্ষিত সংস্থান, গৃহীত জামানতের মূল্যমান ইত্যাদি প্রকাশ করিতে হইবে এবং বর্তমানে ব্যাংকের পরিচালক নহেন কিন্তু পরিচালক থাকাকালীন সময়ে তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ঋণ, যাহা বর্তমানে শ্রেনীবিন্যাসিত, এর মোট পরিমান উল্লেখ করিতে হইবে । এই সকল ঋণ অবলোপন কিংবা মওকুফ করা হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে;
(৭) ব্যাংক কোম্পানী আইনের ১৮(২) ধারা মোতাবেক ব্যাংক পরিচালকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাংক ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা (যেমনঃ সেবা গ্রহণ/প্রদান,সম্পত্তি ক্রয়/বিক্রয়, ভাড়া প্রদান ইত্যাদি) সম্পাদিত হইলে উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে;
(৮) ব্যাংকের পরিচালক ও তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে (ডিলিং ও ইনভেষ্টমেন্ট) বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান তালিকাসহ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিতে হইবে ।

১২। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম ও তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ করিতে হইবে । আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সহিত কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণে ফলপ্রসু নিরীক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন ও তাহা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদিও অডিট কমিটি মূল্যায়ন করিবে ও তাহা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবে ।

১৩। আয়ের দফাসমূহকে শুধু তখনই আয় হিসাবে বিবেচনা করা হইবে যখন সংশ্লিষ্ট আয়ের বিষয়ে কোন ঝুঁকি থাকিবে না বা ইহাদের প্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তার কোন কারণ থাকিবে না।

১৪। আয়কর নির্ধারণ, এ সম্পর্কিত সংস্থান ও অনুমোদিত খরচ এর বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হইবে ।

১৫। বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পাদিত লেনদেনের দেশীয় মুদ্রায় প্রকাশ করিবার পদ্ধতি; ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়, সম্পত্তি ও দায়ের উপর বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত প্রভাব (দফাওয়ারী) এবং বিনিময় পার্থক্যের উপর আয়করের প্রভাব ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হইবে।

১৬। আন্তঃব্যাংক (বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত) ও আন্তঃশাখা লেনদেনের ক্ষেত্রে হিসাববহি মিলকরণ (Reconciliation) সম্পর্কিত তথ্য ও মিলকরণ সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যাসহ আলোকপাত করিতে হইবে ।

১৭। কর্মচারীদের অবসরভাতার জন্য গঠিত তহবিলকে পৃথক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করিয়া ইহার অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে ।

১৮। বহিঃনিরীক্ষকগণকে স্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে ব্যাংকের অন্যূন ৮০% ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্পদ নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং নিরীক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য ব্যয়িত সময়কাল (কর্ম-ঘন্টা) এর উল্লেখ করিতে হইবে ।

১৯। অংকের পরিমান নিকটতম পূর্ণ টাকায় প্রদর্শন করিতে হইবে ।

চলমান পাতা-১৪

২০। বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নোক্তভাবে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম (Highlights) উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

এক নজরে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম (Highlights)			
ক্রমিক নং		**বর্তমান বৎসর**	**পূর্ববর্তী বৎসর**
১।	পরিশোধিত মূলধন		
২।	মোট মূলধন		
৩।	মূলধন উদ্বৃত্ত/ঘাটতি		
৪।	মোট সম্পত্তি		
৫।	মোট আমানত		
৬।	মোট ঋণ ও অগ্রিম		
৭।	মোট ঘটনা-সাপেক্ষ দায় ও প্রতিশ্রুতিসমূহ		
৮।	ঋণ আমানত অনুপাত		
৯।	মোট ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে শ্রেণীকৃত ঋণের অনুপাত		
১০।	কর ও প্রভিশন পরবর্তী মুনাফা		
১১।	বর্তমান বৎসরে বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ		
১২।	শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন		
১৩।	প্রভিশন উদ্বৃত্ত/ঘাটতি		
১৪।	তহবিল ব্যয়		
১৫।	সুদ আয়যোগ্য সম্পদ		
১৬।	সুদ আয়যোগ্য নহে এমন সম্পদ		
১৭।	বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় (ROI)		
১৮।	সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় (ROA)		
১৯।	লগ্নিপত্রের আয়		
২০।	শেয়ার প্রতি আয়		
২১।	শেয়ার প্রতি মুনাফা		
২২।	মূল্য আয়ের অনুপাত		

২১। ব্যাংকসমূহের প্রত্যেক শাখায় আর্থিক প্রতিবেদন ও স্থিতিপত্রের প্রতিলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে গ্রাহকগণ চাহিবামাত্র উহা ব্যবহার করিতে পারেন । তাহাছাড়া এক নজরে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম (Highlights) ও স্থিতিপত্র ব্যাংকের প্রত্যেক শাখায় দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করিতে হইবে ।

২২। ব্যাংকের আমানতকারী, শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ ব্যাংক সম্পর্কে যাহাতে সহজে তথ্য লাভ করিতে পারেন সেইজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় আর্থিক বিবরণী প্রচার করিতে হইবে । ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও এই বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে ।